দৈনিক জনকণ্ঠ
JUN 01 2002
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ছাত্রশিবিরের উত্থান

স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি জামায়া
শিবিরের কার্যকলাপ সম্পর্কে জনকণ্ঠ
একাধিক পত্রিকায় বিভিন্ন সময় অস
প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। তাদের অ
কার্যকলাপ সম্পর্কে জনগণ ও ছাত্রসম
যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু বর্তমান জে
সরকারের মন্ত্রিসভায় দু'জন পূর্ণমন্ত্রী থা
ফলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের প্রচ
প্রভাব বাড়িয়ে নেয়ার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা যে চালাবে, তবে তাতে অবাক হও
কিছুই নেই। এই ছাত্রশিবির অতীতে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শ
মহড়া দেখিয়ে প্রগতিশীল ছাত্রসমাজকে নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতন করে
বর্তমানে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কায়দায় নিজেদের প্রভাব বিস্তা
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পত্রপত্রিকায় লেখালেখিতেও সম্ভবত জোট-সরকারের প্র
শরিক বিএনপি এবং তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলও হয়ত এই সুগভীর পরিক
অনুধাবন করতে পারেনি। জোট সরকার গঠনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল
রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভয়াবহ উত্থ
বিএনপির নীতিনির্ধারকরা উদ্বিগ্ন। নির্বাচনের পর থেকে গত ৭ মাসে শি
গোপন তৎপরতা চালিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের পাঁচ থেকে ৮ শত
সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের মোট নেতাকর্মী
শতাংশ শিবিরের ক্যাডার ছাত্রদলের ক্যাডার হিসাবে ঢুকিয়ে দেয়ার খ
জোটের প্রধান শরিক বিএনপির মধ্যে তোলপাড় চলছে। পুলিশের এ
গোয়েন্দা সংস্থা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ-তথ্য সরকারকে অবহিত করে
রিপোর্টে ছাত্রশিবিরের এই উত্থানকে ছাত্রদলের জন্য অশনিসঙ্কেত হিসাবে চি
করেছে। এই উত্থানরোধে গোয়েন্দা সংস্থাটি ছাত্রদলকে বিভিন্ন ইস্যুতে ছাত্র
ও ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলার সুপারিশ করেছে। এই চাঞ্চল
রিপোর্টটি গত বৃহস্পতিবারের জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে।

অথচ সকলেই জানে, গত অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ
ছাড়া রাজধানীর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রশিবিরের তেমন কোন অস্তিত্বই
না। কিন্তু নির্বাচনের পর বিএনপির নেতৃত্বে জোটগঠনের পর থেকে ধীরে
ছাত্রশিবির সংগঠিত হতে থাকে। তারা কোথাও এককভাবে, আবার, কো
ছাত্রদলের সহায়তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সরকারের সাত মাস পার হ
আগেই ছাত্রশিবির কিছু প্রতিষ্ঠানে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে সেখান
ছাত্রদলকে বের করে দিয়ে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। শিবির ত
একান্ত বিশ্বস্ত এবং পরীক্ষিত ক্যাডারদের বিএনপির অঙ্গসংগঠন ছাত্রদলের স
হিসাবে তাদের ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে কৌশলে। সম্প্রতি বুয়েটে এমন একটি
ঘটেছে, যা থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। যদিও কাজটি সামনাস
ছাত্রদলই করেছে, কিন্তু অভিজ্ঞ মহলের মতে, এর পিছনে শিবিরের সূক্ষ্ম
রয়েছে। ছাত্রদল ও ইউকসু কর্মকর্তাদের অব্যাহত চাপ ও হুমকির মুখে পদ
করেছেন ইউকসুর বার্ষিকী সম্পাদক তাবাসসুম মাহজাবীন মুমু। তবে তিনি
চাইবেন না এবং রাজাকারদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে তাঁর
সম্পাদকীয় বক্তব্য প্রত্যাহার করবেন না। বার্ষিকীতে মুমু লেখেন- 'একা
ঘাতক, পাক বাহিনীর দোসর আজ সংগঠিত হয়ে রাষ্ট্রীয় পদসমূহ দখল ক
আমাদের প্রিয় শিক্ষাঙ্গনে যেন এদের ছায়া না-পড়ে, সেদিকে আমাদের
রাখতে হবে।' গত বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে অভিষেক অনুষ্ঠা
বার্ষিকী বিলি করার একপর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে বার্ষিকীটি ছুঁড়ে ফেলে
ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ মুমুকে অভি
জানিয়েছে। একের পর এক হুমকির শিকার হয়ে মুমু আত্মগোপন করেছেন
ছাত্র ইউনিয়ন সূত্রে জানা গেছে। মুমুর পরিবারকে দিয়ে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি
হচ্ছে বলে সূত্রটি জানায়।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, গত বুধবার রাত ৩টার দিকে ছাত্রদল এ
নেতাকর্মী ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সঙ্গে নিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের স
সম্পাদককে আহসানউল্লাহ হল থেকে অপহরণ করে ইউকসু ভবনে নিয়ে
করে। হল-বার্ষিকী নিয়ে তারা কোন আন্দোলন করলে প্রাণনাশের হুমকি
অন্যদিকে, শিক্ষামন্ত্রী জনকণ্ঠে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বার্ষিকীর প্রশ্নে তাঁ
হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলে পরিচিত
বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ডের আমরা অকুণ্ঠ প্র
জানাই। একইসঙ্গে ঢাবির সকল প্রগতিশীল শক্তির কাছে সকল শক্তি
প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পরাজিত করার আহ্বান জানাই।